

া সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)

হাদিস নাম্বারঃ ১৭৬৫ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৮০৮]

৭। কুরআনের মর্যাদাসমূহ ও এতদসংশ্লিষ্ট বিষয় (باب فضائل القران وما يتعلق به)

পরিচ্ছেদঃ ১১. আল ফাতিহাহ্ ও সূরাহ্ আল বাকারার শেষ অংশের ফায়ীলাত, সূরাহ্ আল বাক্কারার শেষ দু' আয়াত তিলাওয়াতে উৎসাহ দান

اب فَضْلِ الْفَاتِحَةِ وَخَوَاتِيم سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَالْحَتِّ عَلَى قِرَاءَةِ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ

আরবী

حَدَّقَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ". قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّتَنِي بِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

বাংলা

১৭৬৫-(২৫৬/৮০৮) মিনজাব ইবনুল হারিস আত তামীমী (রহঃ) আবূ মাসউদ আল আনসারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূরাহ আল বাকারার শেষের এ দু'টি আয়াত পড়বে তা সে রাতে ঐ ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হবে। এ হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন, একদিন আবূ মাসউদ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন এমন সময় আমি তাকে এ হাদীসটির বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসটি বর্ণনা করে শুনালেন। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৭৫০, ইসলামীক সেন্টার ১৭৫৭)

English

Abu Mas'ud reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:

If anyone recites the two verses at the end of Surah al-Baqara at night, they would suffice for him 'Abd al-Rahman said: I met Abu Mas'ud and he was circumambulating the House (of Allah) and asked him about this (tradition) and he narrated it to me from the Messenger of Allah (ﷺ).



হাদিসের শিক্ষা

- * এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:
- ১। সূরা বাকারার শেষের দুইটি আয়াত প্রত্যেক রাতে পাঠ করার বিষয়টি হলো: সুখময় জীবন লাভ এবং সমস্ত প্রকারের অমঙ্গল থেকে সুরক্ষিত হওয়ার উপাদান।
- ২। সূরা বাকারার শেষের দুইটি আয়াত প্রত্যেক রাতে পাঠ করলে মহান আল্লাহর সাথে মুসলিম ব্যক্তির ভরসা সঠিক পন্থায় দৃঢ় হয়।
- ৩। মুসলিম ব্যক্তির জন্য এই দুইটি আয়াত মুখস্থ করা উচিত। উক্ত আয়াত দুটি হলো এই যে, মহান আল্লাহ বলেছেন:

أَمَنَ الرَّسُواَلُ بِمَا اَ أَنازِلَ اِلَياهِ مِن اَ رَبِّهِ وَ الاَمُؤَامِنُوانَ اَ كُلُّ أَمَنَ بِاللهِ وَ مُلْئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ اَ لَا مُؤامِنُوانَ اللهِ اللهِ وَ مُلْئِكِهِ وَ رُسُلِهِ اَ لَا مُصِيارُ ﴿٢٨٥﴾ نُفَرِّقُ بَيانَ اَحَدِ مِّن الْآمَصِيارُ ﴿٢٨٥﴾

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفَّاسًا إِلَّا وُسَاعَهَا ؟ لَهَا مَا كَسَبَت؟ وَ عَلَيْهَا مَا اكْاتَسَبَت؟ ؟ رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذَانَا؟ إِن؟ نُسِيكَنَا؟ أَو؟ أَخْلَطَاكِنَا ؟ رَبَّنَا وَ لَا تَحامِلِ عَلَيكَنَا؟ إصارًا كَمَا حَمَلاتَةٌ عَلَى الَّذِيكَنَ مِن ؟ قَبِالِنَا ؟ رَبَّنَا وَ لَا تَحامِلِ عَلَيكَنَا؟ إصارًا كَمَا حَمَلاتَةٌ عَلَى الَّذِيكَنَ مِن ؟ قَبِالِنَا وَ لَا تَحامِلُ عَلَيكَنَا؟ إصارًا كَمَا حَمَلاتَةٌ عَلَى الَّذِيكَنَ مِن ؟ قَبِالِنَا وَ لَا تَحامِلُ ؟ فَا اللهَ عَمِلاً لَنَا ؟ وَ الْحَمْدُانَا فَانا عَلَيكُ وَلِيكُولِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْحَمْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَالِمُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِكُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

ভাবার্থের অনুবাদ: "আল্লাহর রাসূল তদীয় প্রতিপালকের পক্ষ হতে তৎপ্রতি যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম জাতি। তারা সবাই সঠিক পন্থায় ঈমান স্থাপন করেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। তারা সবাই বলে: আমরা মুসলিম জাতি আল্লাহর রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করি না। কেননা আমরা তো সকল রাসূলগণের প্রতি সঠিক পন্থায় বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তারা আরো বলে: আমরা আমাদের প্রতিপালকের বাণী শুনেছি এবং তা সাদরে বরণ করেছি। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমাদেরকে আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতেই হবে। আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করেন না। সুতরাং সে ব্যক্তি যে সমস্ত সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, সে সমস্ত অপকর্ম তার কল্যাণের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে। এবং যে সমস্ত অপকর্ম সম্পাদন করেছে, সে সমস্ত অপকর্ম তার কল্যাণের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে। তারা আরো বলে: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যায় অথবা ভুল করি, তাহলে আপনি আমাদেরকে উভয় বিষয়ের শান্তি না দিয়ে ক্ষমা প্রদান করুন। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের উপর এমন বোঝার ভার অর্পণ করবেন না, যেমন বোঝার ভার অর্পণ করেনেন না, যেমন বোঝার ভার অর্পণ করবেন না, যেমন বোঝার ভার অর্পণ করবেন না, যেমন বোঝার ভার অর্পণ করবেন না, যে গুরুভার বহন করার শক্তি আমাদের নেই। এবং আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি কৃপা করুন। আপনি আমাদের সহায়ক। অতএব আপনি অমুসলিম সম্প্রদায়ের



মোকাবেলায় আমাদেরকে সাহায্য করুন"।

(সূরা আল্ বাকারা, আয়াত নং ২৮৫ হতে ২৮৬ পর্যন্ত)।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি 🛘 বর্ণনাকারীঃ আবৃ মাসউদ আনসারী (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন